ওহায়ো, দাহিয়া, লিলি—তিন লড়াইয়ের তিন বীর। আমি সে সময়ের কথা বলছি, ময়দানের লড়াইয়ের বীরত্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারা ছিল বড় সংগ্রামের। সেই সংগ্রামে জাত চেনানো তিন বীর আপনাকে আহ্বান করছে ভেসে পড়তে; মৃদু স্রোতে ভেসে ভেসে বিষাদের গল্প পড়তে। বিষণ্ণতাকে যখন আলোর পথে ছেড়ে দেয়া হয়, সে মানযিলে পৌঁছার তাওফীক পায়। তারা কি তা পেরেছিল?

প্রেম, দ্রোহ, পরিবার আর আত্মার সফরের এক নীরব বসতিতে আপনাকে স্বাগতম!

বই	ওহায়ো
লেখক	ফারিস নাওয়ার
সম্পাদক	হাফিজ আল মুনাদী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন
ভাষা বিন্যাস	শেখ জান্নাত মীম
পৃষ্ঠাসজ্জা	মাহারাত

ওহায়া

ফারিস নাওয়ার

নাদওয়া
পাবলিকেশন

১

-ওহায়ো!

জেরেমির ডাকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফিরে তাকাল ওহায়ো। লতা ধরে ঝুলছে জেরেমি, পাহাড়ের গায়ে সবুজ রঙা সাপের মাথা দেখা যাচ্ছে। জেরেমি সেদিকে দেখাচ্ছে ওহায়োকে।

এই সাপটা এই অঞ্চলে নতুন দেখতে পাচ্ছে তারা, কয়েক মাস হবে। বিষধর কি না, তা বলা যাচ্ছে না, এখনও কাউকে কাটতে পারেনি আর স্বেচ্ছায় বিষ পরীক্ষার জন্য সাপের লেজে পা দিয়ে ঝগড়া করার শখ তাদের কারোর নেই।

-নড়োনা! ওভাবেই থাকো।

ওহায়োর বলার প্রয়োজন ছিল না, জেরেমি এমনিতেও স্থির হয়ে আছে। সাপটা ইতিউতি তাকিয়ে পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা রেখা টেনে ওপরে উঠে গেল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে দ্রুতগতিতে উঠে এল জেরেমি।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল। দু'জনেই উত্তেজিত। নতুন এক গুহার খোঁজ পেয়েছে তারা, ধারণা করছে গুহার অপর মুখ এই পাহাড়ের চূড়ায়। সেটাই দেখতে যাচ্ছে। সত্যি হলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে। ঘাঁটি খুঁজে বের করাটা গোত্রে তাদের সম্মান বাড়িয়ে দেবে, বিশেষ করে ওহায়োর গোত্রপতি হওয়াটা আরও সহজ হয়ে যাবে।

এখন সবচেয়ে কঠিন পথ। অনেকখানি জায়গা পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে উঠতে হবে, খাঁজ নেই। শুধু এখান-সেখান থেকে লতাপাতা ঝুলছে। একসাথে দৌঁড় দিলো দুই বন্ধু। সবচেয়ে কাছের দু'টি লতা ধরে ঝুলে পড়ল।

আগানোর গতি বেশ ধীর। পাহাড়ের গা শুধু পাথুরেই নয়, জায়গায় জায়গায় ভীষণ পিচ্ছিল। কিছু কিছু গাছের কষ বেয়ে চলেছে শক্ত দেয়ালের পেট চিড়ে। তবুও এক আনন্দোত্তেজনা তাদেরকে হতোদ্যম হতে দিলোনা। ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। কয়েকশ ফুট ওঠার পর ঘটল বিপত্তি। ওহায়োর হাত থেকে দড়ি ছুটে গেল। পাহাড়ের গায়ে তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আতঙ্কিত চোখে জেরেমি দেখে, ওহায়োর দেহটা সাঁই সাঁই নীচে নামতে নামতে হুট করে থেমে গেছে। যেন নীচ থেকে গুঁতো খেয়েছে। আবার ধীর গতিতে দেহটা উঠতে শুরু করল।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে জেরেমি আবার রওনা হলো। বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করার উপায় নেই, এখানে তার জন্য কোন আরাম কেদারা নেই যে, বসে বসে বাতাস খাবে আর বন্ধুর অপেক্ষা করবে। এখানে ঝুলে থেকে শক্তিক্ষয়ের চেয়ে ওপরে উঠতে থাকা ঢের ভালো।

ওহায়োর আকৃতি ছোট হয়ে আসছে, এর মানে যথেষ্ট গতি পাচ্ছে না। বন্ধুর চিন্তায় এবার জেরেমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কিন্তু থামার মত কোন খাঁজ পেল না পাহাড়ের গায়ে। ওপরে না উঠে আশপাশের লতাপাতা ধরে ধরে বসার মত জুৎসই কোন জায়গা খুঁজতে লাগল। অবশেষে পাহাড়ের গা থেকে বেয়ে পড়া একটা ছোট গাছের কাণ্ডে চেপেচুপে বসে পড়ল। ওহায়ো আসুক।

বেশ অনেকক্ষণ পরও ওহায়োর সাড়া না পেয়ে আবার নড়ে উঠল সে। আস্তানা ছেড়ে আবার ঝুলোঝুলি...। নাহ, ওহায়োকে দেখতে পাচ্ছে না। নাকি নেমে যাব? ভ্রু কুঁচকে ভাবতেই টের পেল, পাশ দিয়ে ওপর থেকে কিছু একটা নেমে আসছে। একটা রশিতে ওহায়োর বর্শা ঝুলছে। উদ্বিগ্নতার মেঘ কেটে হাসিতে ভরে গেল জেরেমির মুখ। বন্ধুর সবুজ সংকেত তার উদ্যমতা বাড়িয়ে দিলো বহুগুণ। 'হেইইইই' বলে ওঠার গতি বাড়িয়ে দিল। যদিও ভাবছে, ওহায়ো তার আগে পৌঁছাল কীভাবে!

চূড়ায় পৌঁছে অভিভূত হয়ে গেল জেরেমি। কী ভীষণ সুন্দর তার অঞ্চলটা! ওই তো, দূরের ওই বিন্দুটা তার গোত্রের আবাস। যে পাহাড়ে তারা চড়েছে, তার একপাশে সবুজ, ওপাশে একেবারে গা ঘেঁষে স্বচ্ছ পানি। এই পানিই বিভিন্ন রকম আকৃতি নিয়ে জল দিয়ে চলেছে পুরো উপত্যকায়। 'আমার জন্মভূমি,

ইমে লাজুয়াপি (আমি তোমাকে ভালোবাসি)।'

ওহায়ো কোথায়?

আশেপাশে দেখতে পেল না বন্ধুকে। কিছুটা আগাতেই মাথার পালক দেখা গেল। এ শুভ সংকেত নয়। কিছু হয়েছে ওহায়োর। সাথে সাথে পরিবর্তন চলে এল তার চেহারায়। ঈগলের মত তীক্ষ্ন চোখ, চিতার মত ক্ষীপ্র ভঙ্গিমা আর সতর্ক পদক্ষেপ তার সুপ্ত ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়।

সামনে ঘন জঙ্গল। কিছু একটার খসখসানি কানে এল তার। সাধারণ কানে শুনতে পাওয়ার কথা না, কিন্তু জেরেমি ইন্ডিয়ান যোদ্ধা; যেন পিঁপড়ার পায়ের শব্দও শুনতে পায়। শব্দ লক্ষ্য করে সে সরতে লাগল, বিড়ালের মত নিঃশব্দে। ডানে একটা গাছে বেশ বড় একটা গর্ত, সাবধানে উঁকি দিলো।

ওহায়ো!

গর্ত থেকে টেনে বের করল বন্ধুকে, পুরো শরীর জায়গায় জায়গায় ক্ষত। যেন কোনকিছু দিয়ে আঁচড়ে ফেলা হয়েছে। ওহায়ো হাত তুলে বুঝাল, তার জ্ঞান আছে এখনো। জেরেমি দেখল পিঠের ক্ষতটা বেশ গভীর। ক্ষতটা যদিও খুব মারাত্মক নয়, তবে রক্তক্ষরণ হয়েছে অনেক। দুর্বল হয়ে পড়েছে ওহায়ো। বন্ধুর চিকিৎসায় মন দিলো সে।

বন্ধুকে গাছের ওপর শুইয়ে, সামনে থাকা ঘাস থেকে কিছু বিশেষ প্রজাতির ঘাস বেছে নিলো। বড় একটা পাথর দিয়ে সেগুলোকে ছেঁচে ক্ষতের ওপর রসটুকু ঢেলে দিল। বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল সে। এই রসে পুরো ক্ষতস্থান জ্বলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওহায়ো নির্বিকার। চুপচাপ সহ্য করছে।

এরপর একটা গাছের বাকল ছিলে এনে পেটসহ পিঠ মুড়ে এক ধরণের লতা দিয়ে বেঁধে ফেলল। তার আগে ভেতরে আরও কিছু ঘাস পুরে দিল।

ওহায়ো ঠোঁট চাটছে। কিন্তু পানি পাবে কোথায়? ওপরে উঠার সময় কাহট (পানির মশক) খসে পড়েছে। পানিতো পাহাড়ের নিচে। ওহায়ো হাত নাড়ছে আবার। জেরেমি মনোযোগ দিলো, কিছু একটা বলছে ওহায়ো। একটা পথের

নির্দেশ..

জেরেমি মনোযোগের সাথে ওর হাতের নড়াচাড়া খেয়াল করল। এরপর ওকে সেখানেই রেখে এগিয়ে গেল। বামে কিছুদূর যেতেই গাছের বাকলে দেখা গেল তাদের গোত্রের চিহ্ন, সে চিহ্ন ধরে আরও বামে গেল। এরপর কিছুটা নীচু ভূমি। তার ডানে বেশ জংলা একটা জায়গা। ইতিউতি তাকিয়ে সুরুত করে ঢুকে গেল। জংলার দ্বিতীয় গাছটাতেই আবার তাদের গোত্রের চিহ্ন। নির্দেশনা অনুসরণ করে ও যেখানে পৌঁছুল, সেটাকে ছোটখাটো আযাবখানা বললে ভুল হবে না। কাঁটায় ভরা, ভেজা কিন্তু সতেজ তৃণলতা চারপাশে; স্যাঁতস্যাঁতে নয়। ওহায়ো এ পথে উঠেছে!

হাতের কুড়োলের মত অস্ত্রটা দিয়ে চারপাশ উজাড় করতে শুরু করল জেরেমি। বুঝতে পেরেছে, পানি এখানেই পাবে। আধাঘন্টা পরিশ্রম করার পর একজন মানুষ প্রবেশের মতো জায়গা করতে পারল সে। ওহায়ো এর মাঝ দিয়ে এসেছে কীভাবে! খুব সাবধানে গা বাঁচিয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগল। ধীরে ধীরে জায়গাটা সংকীর্ণ হয়ে গুহামুখের রূপ নিয়েছে। গুহামুখের ঠিক পাশে চৌবাচ্চার মতো ছোট্ট একটা জলাশয়। জেরেমি দ্রুত কাহটে করে পানি নিয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, পানিটা বিষাক্ত নয়তো? ভাবনাটা মনে আসতেই পানিটা আগে নিজে খেয়ে নিলো। বন্ধুকে তো অনিশ্চিত পানি খেয়ে মরতে দেয়া যায় না।

কিন্তু না, পানিটা বিষাক্ত তো নয়ই; বরং তাদের অঞ্চলের সেরা পানি বললেও ভুল হবে না। কোনো ঘোড়া, গাধা বা অন্য প্রাণী এ পানি পান করে না, বোঝাই যাচ্ছে। এতক্ষণের ক্লান্তি যেন নিমিষেই দূর হয়ে গেল।

পানি খেয়ে ওহায়োও খানিক সুস্থ বোধ করল। ততক্ষণে রক্ত ঝরাও বন্ধ হয়েছে। সাথে থাকা শুকনো গোশত চিবুতে দিলো ওহায়োকে। একটু মদ দিতে চাইলে ওহায়ো মুখ সরিয়ে নিলো, জিনিসটা পছন্দ করেনা ও।

বিকেল গড়াতে লাগল। ওহায়ো ঘুমাচ্ছে। জেরেমি আশপাশটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তাদের অঞ্চল থেকে পঁচিশ 'ফরস' (মাইলের মত একটা পরিমাপ) দূরে হবে এ পাহাড়টা। উচ্চতা আর আকারে আশপাশের

সব পাহাড়ের মাঝে বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখেনা, তবে এর চূড়ায় ওঠার পথটা বন্ধুর। ওহায়োর দাদা গোত্রপতি মুনসুখ এতে উঠতেন মাঝে মাঝে। তবে কেন উঠতেন, তা কেউ জানেনা। কারণ বলার আগেই এক যুদ্ধে তিনি মারা যান। ওহায়োর বাবা অনেক চেষ্টা করেও কারণ জানতে পারেননি। দু'য়েকবার পাহাড়ে উঠেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝতে পারেননি। আর কেউ এতে উঠার চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়না। অযথাই প্রাণের ঝুঁকি কেন নেবে, যেখানে তাদের নিজেদেরই নিরাপদ বসতি আছে।

তবে এখন সে বসতি বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যদি এখানে বাড়াতে না পারে, অঞ্চল বদলাতে হবে। সে উদ্দেশ্যেই ওহায়ো আর জেরেমি বেড়িয়েছে। ওহায়ো জানত, তার দাদা মাঝে মাঝে আসতেন। কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে তো অবশ্যই। ক্ষীণ আশা আছে যে, তিনিও নতুন বসতির খোঁজেই আসতেন। কারণ, নতুন কোনো আবাসভূমি বের করতে পারা যে কোনো নেতার জন্যই অত্যন্ত গৌরবের।

২

বিস্তীর্ণ সবুজ আর খোলা ময়দান তাদেরকে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে, তেমনি প্রকৃতির বিষাক্ত সৌন্দর্য থেকে সরে থাকার কৌশলও তাদেরকে রপ্ত করতে হয়েছে।

সন্ধ্যা নামতেই তাই জেরেমি প্রথমেই আগুন জ্বাললো। দিনে যেমন প্রখর রোদ, রাতে তেমন তীব্র ঠান্ডা। অসুস্থ ওহায়োর কোনভাবেই ঠান্ডা লাগানো যাবেনা এখন। জ্বরের প্রকোপে গা পুড়ে যাচ্ছে এই সিউ যোদ্ধার। জেরেমি ফারের পোশাকটা আরও টেনে দিলো তার গায়ে।

চাঁদ যখন তেরছা হয়ে আসমানে রাত গভীর হওয়ার বার্তা দিচ্ছিল, তখনই ওহায়ো নড়ে উঠল। জেরেমি লাফ দিয়ে কাছে আসে। ওহায়ো ঘামছে, মানে জ্বর ছাড়ছে তার। গায়ের কাপড়টা সরিয়ে উঠে বসলো ওহায়ো। বন্ধুর দিকে

তাকিয়ে দুর্বল হাসি দিলো।

-পানি।

কাহট এগিয়ে দিলো জেরেমি। পানি পান করতেই মুখে রঙ ফিরতে শুরু করল ওহায়োর। ধীরলয়ে বলতে শুরু করল, 'হাত ফসকে গিয়ে একটা গছের গুঁড়িতে প্রচন্ড ব্যথা পাই। আমার পক্ষে বেয়ে ওঠা আর সম্ভব হচ্ছিল না। মনে পড়ল, সাপ দেখেছি এখানে। তার মানে এখানে নিশ্চয়ই কোনো গুহামুখ আছে। নাহলে এই সাপ পাহাড়ের শক্ত গায়ে খাবার পাবে কোথা থেকে? শরীর দুর্বল হয়ে আসছিল। ওপরে না উঠে সমান্তরালে খুঁজতে শুরু করলাম। বেশি দেরি হয়নি। একটা গুহামুখ পেলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি, যেন আমার জন্যই কেউ চৌবাচ্চা ভর্তি পানি রেখে দিয়েছে। অল্প বিশ্রাম নিয়ে গুহার ভেতর দিকে চলতে শুরু করলাম। প্রগাঢ় অন্ধকারে কাঁধে থাকা ব্যাগ থেকে কুপি নিয়ে জ্বাললাম। দেখি, একের পর এক সুড়ঙ্গমুখের মতো পথ বেরিয়ে আসছে। পথের শেষে যখন পৌঁছুলাম, বেরিয়ে দেখি পাহাড়ের চূড়া। বাইরের চেয়ে ভেতরের পথ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত'।

জেরেমির চোখ চকচক করে উঠল নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায়। কিন্তু অসুস্থ বন্ধুকে রেখে তো এখনই রওনা হতে পারে না।

শুকনো গোশত, টলটলে পানি আর গাছের রস ওহায়োকে দ্রুতই পূর্ণশক্তিতে ফিরতে সহায়তা করল। পিঠে এক ধরণের প্রলেপ তাকে আরাম দিচ্ছে। এই ফাঁকে জেরেমি আরও অনেক কিছু অনুসন্ধান করল সেখানে। বন্যপ্রাণী না থাকলেও প্রচুর খরগোশ, গিনিপিগ আর কাঠবিড়ালিতে ভরা জায়গাটা। বন্যমোরগও আছে প্রচুর। সাথে সৌন্দর্যের ভয়ংকর দিক হিসেবে সাপও আছে অনেক। গাছে তাজা ফল, কলার স্তুপ। ভুট্টারও একটা ক্ষেত আবিষ্কার করে ফেললো সে। এই চূড়ায় ভুট্টার ক্ষেত! বিস্মিত হলেও ভীষণ কাজে আসলো তাদের এ আবিষ্কার।

ওহায়ো কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর দুই বন্ধু মিলে এক সকালে গুহায় ঢুকল। প্রথম চৌবাচ্চাটায় দু'জনে গা ডলে ভালোমত গোসল করল। এরপর ওহায়োর চেনা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলল। পথটা কয়েকজন মানুষ চলার মত

প্রশস্ত, তবে অন্ধকার হওয়ায় আগুন জ্বালিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। ওহায়োর কথা মতো ছোট ছোট চৌবাচ্চা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে ওহায়ো প্যাঁচ লাগিয়ে ফেলল। ছোটখাট এক গুহা। দুই দিকে মুখ গুহাটার, ওহায়ো কোন মুখ দিয়ে বেরিয়ে কোন দিকে গিয়েছে, খেয়াল নেই। কাজেই দুইজনে দুই দিকে এগিয়ে গেল।

যাক! এভাবে অল্প সময়েই পৌঁছানো গেল পাহাড়ের গায়ে। মাথা বের করে উঁকি দিলো তারা। বাব্বাহ! এত উঁচু!

এরপর আবিষ্কার করল আরও কয়েকটা গুহামুখ। সেগুলোতে ঝুলতে থাকা লতাপাতা সরিয়ে দিতেই দিনের আলো প্রবেশ করতে লাগল গুহাগুলোতে। দীর্ঘদিনের অযত্নে ধুলাবালু আর যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠে গাছপালা জায়গাটা বিনষ্টের পাঁয়তারা করলেও বুঝা যাচ্ছে, এই গুহামুখ আর চৌবাচ্চাগুলো খুব পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা।

কিন্তু কারা করেছে? কেন? আর পাহাড়ের ভেতরে পথ বলতে এই-ই? শুধু এইটুকুর জন্য এত কষ্ট করে ওপরে উঠেছে তারা? এরপর অনেক খুঁজেও আর কোনো গুহামুখ বা সুড়ঙ্গ না পেয়ে মনের ভিতর খচখচানি নিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন।

৩

তাদের অঞ্চলে তখন ভিন্ন রকম সাজ। দূত খবর নিয়ে এসেছে শীঘ্রই যুদ্ধের আঁচ লাগতে যাচ্ছে সিউদের অঞ্চলগুলোতেও। কোমাঞ্চি, এপাচি'দের পর এবার সিউদের অস্তিত্ব রক্ষার পালা। শ্বেতাঙ্গরা তখন অনুপ্রবেশ করছে কেবল ইন্ডিয়ান এলাকাগুলোতে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের হটিয়ে এখানে জায়গা করে নেয়া সহজ নয়। শ্বেতাঙ্গদের কাছে নতুন প্রযুক্তি আর অগুনতি সৈন্যসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও হার মানতে রাজি নয় জাত-যোদ্ধারা। তাদের সাহসের কাছে বরাবরই প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গদের। এরপরও কিসের এক অমোঘ নেশায় তারা বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে যুদ্ধের ময়দানে।

এ এক অসম যুদ্ধ। একদলের হাতে শুধু ঘোড়া আর হাতে তৈরি কিছু অস্ত্র, আরেকদল আধুনিক সব অস্ত্রে সজ্জিত। পিস্তল, রাইফেল, ঘোড়ায় পরিপূর্ণ এক সেনাবাহিনী। এরপরও বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছে ইন্ডিয়ানরা। এবার সাহসের পরীক্ষা দেয়ার পালা সিউদের।

ওহায়োর বাবা গোত্রপতি ঝিলমও উত্তেজিত। এরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি। বিজয় তাদের অনুপ্রেরণা, অদম্য সাহস তাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারদিকে। এই সময়ে ওহায়ো নেই! ছেলেটারই বা দোষ কী, সে তো আর জানতোও না, সে শিকারে গেলেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। অবশ্য যুদ্ধ পুরোপুরি বেঁধে যাবার আগেই আশা করা যায়, সে ফিরে আসবে।

উত্তেজনার পাশাপাশি ঝিলম কিছুটা চিন্তিতও। শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যা শুনেছে, তাতে শ্রদ্ধার মত কিছুই পায়নি সে। উন্মত্ত জন্তুর দল। কিন্তু এরা সংখ্যায় প্রচুর। একদল যায়, আরও দশ দল এসে সে স্থান পূরণ করে। সর্বস্ব নিয়ে লড়েও এপাচি, কোমাঞ্চিরা সমঝোতার দিকে আগাচ্ছে ধীরেধীরে।

কোনভাবেই আমাদের ভূমি তাদেরকে দেয়া যাবেনা – হাত মুঠো হয়ে গেল ঝিলমের। দ্রুতবেগে ওঝার বাড়ির দিকে রওনা হলো।

গোত্রে অবস্থানের দিক থেকে ওঝা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও, গোত্রের ওপর মূল ছড়িটা আসলে ওঝাই ঘোরায়। গোত্রপতি আর ওঝার মাঝে বোঝাপড়া সুন্দর থাকলে গোত্রে ঐক্য থাকে, নাহলে নিজেদের মধ্যে কোন্দলে গুপ্তহত্যা বেড়ে যায়। বর্তমান ওঝা যথেষ্ট কুটিল। সম্মুখে ঝিলমের সাথে প্রচুর হাসিমুখে কথা বললেও, মনে মনে চায় - দ্রুতই ঝিলমের মৃত্যু হোক। ঝিলমের জনপ্রিয়তা প্রায়শই তার গদি টলমল করে দেয়। সহকারী ওঝার সাথে তার বেশ খাতির। যদিও ওপরে ওপরে সবাই নীরব এবং গুপ্তহত্যাও বন্ধ আছে।

ওঝাকে নিজের কুঁড়েতে পেল না ঝিলম। সহকারী ওঝা ওনজো'র কুঁড়েতে গেল। ওনজো সবে বিছানায় গিয়েছে, ওনজোর বউ রাতের প্রার্থনা সেরেছে; ঝিলমের গলার আওয়াজে বেরিয়ে এল দু'জনেই।

-কী ব্যাপার, ঝিলম?

-না, তেমন কিছুনা। কিছু পরামর্শের জন্য লোকাটুর কুঁড়েতে গিয়েছিলাম, পেলাম না।

ইঙ্গিত পূর্ণ হাসল ওনজো।

-'ওকে রাতে তার কুঁড়েতে খুঁজতে গেলে কেন?'

থুতু ফেলল ঝিলম। লোকাটু নারী লোভী এক ওঝা। প্রতিবছর একজন করে কুমারীকে সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। সে আজীবন অবিবাহিত থাকে এবং প্রার্থনায় কাটিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস, এই প্রার্থনার শক্তিতেই ক্রোধের দেবতার ক্রোধ থেকে তারা বেঁচে থাকে। আর যারা গোত্রে পবিত্র নারী, তাদের বিশেষ কিছু সম্মান থাকে। প্রথম ফসলটা, প্রথম ফলটা, সবচেয়ে উত্তম গোশত তাদের জন্য রাখা থাকে। বিনিময়ে তারা ক্রোধের দেবতার সন্তুষ্টি কামনা করে, যেন তিনি কখনো রুষ্ট না হন তাদের ওপর; সূর্যদেবতার আরতি দিতে থাকে, যেন তিনি দয়ার হাত না ওঠান। আর লোকাটু যে এই পবিত্র মেয়েদের মাঝ থেকে দুর্বলদের ওপর সুযোগ নিতে থাকে, এটা গোত্রের সবাই জানে। কিন্তু সূর্যদেবতার অভিশাপের ভয়ে কেউ মুখ খোলে না।

ঝিলম ফিরে এল, কিন্তু ঘুম এল না। ওহায়োর মা আনফাসও স্বামীর পায়চারি দেখে উদ্বিগ্ন, এতটা অস্থির কখনো দেখেনি আগে।

রাত কেটে গিয়ে ভোর হলো। ইন্ডিয়ানদের কুঁড়েগুলো নড়তে শুরু করেছে। পাহারাদাররা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরছে।

বিস্তীর্ণ প্রেইরিতে এ এক অভিনব দৃশ্য। অপরিকল্পিত, কিন্তু কী দারুণ সুসজ্জিত! যেন রাতভর প্রকৃতি ডানা গুটিয়েছিল, সূর্যের দেখা পেয়ে ডানা মেলে দিচ্ছে। প্রজাপতির ডানার মত নানারঙা পোশাক পরা ইন্ডিয়ানরা প্রকৃতির মাঝে উড়তে শুরু করেছে।

শিকারে বেরিয়ে গেল একদল। মেয়েরা পানি আনতে গেল, আর শিশুরা নানা রকম কসরতে ব্যস্ত হয়ে গেল। কেউ অবসর নেই।

৪

প্রহরা বাড়িয়ে দিলো ঝিলম। বাহিয়্যার আগে কোন রকম ঝামেলা চায় না সে। লোকাটু আর ওনজোকে দেখা গেল এ সময় ঝিলমের কুঁড়ের দিকে আসতে। ঝিলম তখন কিছু ইন্ডিয়ানকে বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত। লোকাটুরা তাদের দেখে এগিয়ে এল। এরপর বাকিদের বিদায় করে খোলা মাঠের মাঝে গিয়ে বসলো ঝিলম, ওনজো ও লোকাটু।

তাদের বৈঠকের নিয়মই এই। গোপন কিছু হলে খোলা মাঠের মাঝখানে বসে, যেন আশেপাশে কোনো ঝোপ বা আড়ি পাতার উৎস না থাকে। কথা হয় নীচু আওয়াজে। চোখ-কান সদা সতর্ক।

লোকাটু ঝিলমের দিকে তাকিয়ে হাসল, ঝিলম নির্বিকার। এমনিতেই লোকটাকে বিরক্ত লাগে, আর এখন হাসার সময় না।

-আমাদের কিছু প্রহরীকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এলাকার বিশাল একটা অংশ তাদের নজরদারিতে থাকবে। তাদের চোখ এড়িয়ে একটা মাছিও যেন ঢুকতে না পারে। আর আমাদের পরবর্তী করণীয় নিয়েও আলাপ করা প্রয়োজন।

-গোত্রপতি কি ভয় পেয়েছে নাকি? এত তোড়জোড় এবারের যুদ্ধ নিয়ে!

ঝপাৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ঝিলমের। তারা রক্ত গরম জাতি। মগজের চেয়ে হাতের অস্ত্র বেশি চলে এবং এ নিয়ে ন্যূনতম অনুশোচনাবোধও নেই তাদের। তবু ঝিলম চুপ করে গেল। বীরের মতো মরতে চায় ও, নিজের ঘরের কাউকে হত্যা করে ইঁদুরের মৃত্যু চায় না।

ওনজো অবস্থা বুঝতে পেরে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল -

-আমাদের সামনে নতুন শত্রু। তাদের যুদ্ধের কলা-কৌশল আর সমরবিদ্যা আমাদের জন্য নতুন। কাজেই সতর্ক তো একটু বেশি হতেই হচ্ছে এবার।

-ঠিক বলেছো, ওনজো। একজন সেনাপতি ছাড়া এ বিষয়টা বুঝা কঠিন।

লোকাটু ঠিকই টের পেল, একটু আগের খোঁচাটা ফিরিয়ে দিয়েছে ঝিলম। কুটিল হাসল সে।

প্রথমেই গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আলোচনা আর আগায় না সেদিন। বাহিয়্যার পরেই একেবারে সবাইকে নিয়ে বসবে, এ কথার ওপর তা শেষ হয়ে গেল।

৫

জেরেমি আর ওহায়ো তখন শলা-পরামর্শে ব্যস্ত। তাদের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান থেকে বুঝতে পারছে এ গুহার কোন রহস্য আছে, যা তারা উন্মুক্ত করতে পারে নি। আরও কয়েকবার তারা ভেতরে প্রবেশ করেও কোনো থৈ পায় নি।

এখানে তারা একা নয়। বানর, শিয়াল, খরগোশসহ বাহারি প্রাণী তাদেরকে নিয়মিত সঙ্গ দিচ্ছে। একদিন ভালুকও এসে তার উপস্থিতি জানান দিয়ে গেছে। আর কী কী আছে কে জানে! তবে তারা যে ওহায়োদের উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট নয়, এটা জানাতে ভুল করছে না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আক্রমণ করে বসছে তাদের উপর, তাঁবুর আশেপাশে উত্তপ্ত ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে তারা। কখনো ছুরি দেখিয়ে, কখনো মশাল জ্বালিয়ে এদেরকে ভাগাচ্ছে ওহায়োরা।

আজ আবারও ঢুকল। এবার তারা গুহার প্রত্যেকটা দেয়াল ঠুকতে শুরু করেছে। অবশেষে দুপুর হবার পর কিছুটা ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিলো। তৃতীয় গুহাটায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে এখন। বামদিকের একটা দেয়াল খুব পরিষ্কার। লতা-গুল্ম যেন থেঁতলে আছে। এর মানে এই জায়গাটা ব্যবহৃত। ওহায়ো তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেও কারো হাতের ছাপ পেল না, কোনো প্রাণীর গা ঘষটানোর চিহ্নও পেল না। তাহলে?

দ্বিগুণ উদ্যমে দু'জনেই ঐ দেয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল, অর্ধেক দেয়ালই আলগা। বিশাল বড় পাথর। তার ওপর কৃত্রিমভাবে মাটি বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তাতে লতা-গুল্ম জন্মে অন্যান্য দেয়ালের মত রূপ নিয়েছে। দুইজনের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। অতি-সন্তর্পণে পা বাড়াল

ওরা ভেতরে।

অনেক দিনের পুরনো জায়গায় যেমন একটা গুমোট আবহাওয়া আর ধুলোবালি থাকার কথা, এখানে তেমন নেই। হয়তো আরও ভিতরে আলো-বাতাস প্রবেশের জায়গা আছে। এই অন্ধকারে হাতের আলোতে কুলাচ্ছে না, তাই বেরিয়ে এসে মশাল তৈরি করল তারা। এরপর আবার ঢুকল।

কোন কিছুতে হাত না লাগিয়ে শুধু এগিয়ে যেতে থাকল। একের পর এক সুড়ঙ্গ আর গুহা পেরিয়ে যখন মনে হলো, তারা সম্ভবত এখন পাহাড়ের মধ্যখানে, দু'জনেই থামল। সবকিছু দেখে শুনে বুঝল, এটা আসলে পাতালনগরী। উত্তেজনায় তাদের চোখ চকচক করছে, গায়ের লোম যেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেয়, এখানেই খাবার সেরে নেবে। এরপর পুনরায় পাতালনগরীর রহস্যে ডুবে গেল।

নতুন আবিষ্কার তাদেরকে বিস্ময়ের পর বিস্ময় উপহার দিয়ে যাচ্ছে। পাতালনগরীতে কী নেই! প্রার্থনার জন্য মন্দির থেকে শুরু করে কামারশালা পর্যন্ত বিদ্যমান। তারা নামতে নামতে প্রায় দেড়শো ফুট পর্যন্ত নেমে গেল। পুরো একটা গোত্র যদি যুদ্ধের সময় এখানে লুকিয়ে থাকে, কেউ টের পাবে না। বরং গুহামুখগুলো দিয়ে তারা সুন্দরমতো বাইরে নজর রাখতে পারবে, শত্রুকে বাগে আনতে পারবে। পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হওয়ায় এ দিনের মত অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিলো তারা।

পাহাড়ি এলাকার রাতের আবহাওয়া দিনের একেবারে বিপরীত। দিনের বেলা প্রচন্ড দাবদাহ আর রাতে শৈত্যপ্রবাহ। ওহায়ো সবে বড় একটা অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছে, রাতের এই ঠান্ডা তার সইলো না, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল।

ফারের চাদরটা গায়ের ওপর আরও ভালোভাবে টেনে দিলো। আগুন উস্কানোর জন্য উঠতে যাবে; হঠাৎ খসখস শব্দে যেন সচকিত হয়ে উঠল ওহায়ো। মাথা কাত করে জেরেমির দিকে তাকালো একবার। না, আগের মতই শুয়ে আছে ও। শব্দ করেছে কে তাহলে?

ঘাসের ওপর সাপের চলাফেরাও খসখসে শোনায়, কিন্তু এটা কোনো সাপের